দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ......
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিক্ষোভ প্রদর্শন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ একুশে বইমেলা উদ্বোধন করতে গতকাল (শুক্রবার) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আগমনের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতাকর্মীরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ব্যাপক পুলিশী বাধা ও ছাত্রলীগ ক্যাডারদের জঙ্গী তৎপরতার কারণে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারেনি। ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল ঠেকাতে পুলিশ ও ছাত্রলীগের যৌথ তৎপরতা উপেক্ষা করেও বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসের প্রবেশপথ শাহবাগস্থ জাদুঘরের স্যামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। সমাবেশে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আগমনকে ছাত্রসমাজ প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিক্ষোভ কর্মসূচী ঠেকাতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ছিল তৎপর। প্রত্যেকটি হলের গেটে এবং ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ছাত্রলীগ নেতারা গত বৃহস্পতিবার রাতে ও গতকাল সকালে হলগুলোর রুমে রুমে গিয়ে ছাত্রদের ছাত্রলীগের মিছিলে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়। সাধারণ ছাত্রদের গতকাল জোরপূর্বক ছাত্রলীগের মিছিলে নিয়ে আসা হয়। ক্যাম্পাসে ছাত্রদল যাতে না আসতে পারে সেজন্য ছাত্রলীগ ক্যাডাররা জঙ্গী প্রস্তুতি নেয়। সকাল থেকেই ক্যাডাররা মধুর কেন্টিনে সশস্ত্র অবস্থান গ্রহণ করে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে মহড়া দেয়ার জন্য বিভিন্ন হলকে দায়িত্ব দেয়া হয়। সকালে ছাত্রদলের দু'একজন কর্মী বিচ্ছিন্নভাবে ক্যাম্পাস এলাকায় আসলেও ছাত্রলীগ ক্যাডাররা তাদের ধাওয়া করে

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব ঃ বইমেলা উদ্বোধন করতে গতকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আগমনের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে ক্যাম্পাস অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল বের করে

ছাত্রদলের বিক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করে।

ছাত্রদলের রোকেয়া হলের সাধারণ সম্পাদক রিক্তাসহ ছাত্রীরা যাতে ছাত্রদলের মিছিলে অংশ নিতে না পারে সেজন্য হল প্রভোস্ট ছাত্রদল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণ হলে আটকে রাখেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ছাত্রদল কর্মীরা অভিযোগ করে জানায়, ছাত্রদলের মিছিলে গেলে ছাত্রীদের আর হলে ঢুকতে দেয়া হবে না বলে প্রভোস্ট হুমকি দেন। এসব হুমকি ও ভয়ভীতি উপেক্ষা করেও ছাত্রীরা মিছিলে অংশ নেয়। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের এ সশস্ত্র অবস্থান সত্ত্বেও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী বেলা সাড়ে ৩টায় কাঁটাবন থেকে ক্যাম্পাস অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন লাল্টু, মঞ্জুর-ই-এলাহী, মনির হোসেন প্রমুখ। মিছিলের সম্মুখভাগে ছাত্রীদের মুখে ছিল কালো কাপড়। "রক্তভেজা ক্যাম্পাসে শেখ হাসিনার ঠাঁই নাই" শ্লোগানসহ ছাত্রদলের মিছিলটি পিজি হাসপাতাল হয়ে জাতীয় জাদুঘরের সম্মুখে আসলে বিপুল সংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ মিছিলে বাধা দেয়। পুলিশী বেষ্টনীর মুখে ছাত্রদলের মিছিলটি পুনরায় আজিজ সুপার মার্কেট হয়ে জাদুঘরের সামনে আসলে পুলিশ মিছিলটিকে ঘিরে ধরে। ছাত্রদল নেতাকর্মীরা এ সময় ক্যাম্পাসের দিকে আসতে চাইলেও পুলিশের মারমুখী অবস্থানের মুখে তারা সেখানে বসে পড়ে। এ সময় পুলিশের সাথে ছাত্রদল নেতাদের ধস্তাধস্তি হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন লাল্টু, সিনিয়র সহ-সভাপতি মঞ্জুর-ই এলাহী, শাখা সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন। সমাবেশের শেষ পর্যায়ে বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মধুর কেন্টিন থেকে ছাত্রলীগের ক্যাডার গ্রুপটি জাদুঘরের দিকে এগিয়ে আসতে চাইলে উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশের সামনেই ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ছাত্রদলের মিছিলের দিকে মারমুখী ভঙ্গিমায় তেড়ে আসতে উদ্যত হয়। ধানমণ্ডি থানা ছাত্রলীগের ব্যানারে আরেকটি গ্রুপ এসে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের সাথে যোগ দেয়। ছাত্রলীগ ক্যাডারদের জঙ্গী তৎপরতার মুখেও বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতাকর্মীরা চরম ধৈর্যের সাথে দৃঢ়তা প্রদর্শন করলে ছাত্রলীগ